ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যালয়
জনতথ্য বিভাগ 'ওয়াসা ভবন'
৯৮,কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা-১২১৫

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং-৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৮৪.২০১৭/৪৪৯ তারিখঃ ০১/০৫/২০২১

বার্তা সম্পাদক
"দৈনিক প্রথম আলো"
ঢাকা।
বিষয়ঃ **প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা ওয়াসার বক্তব্য।**

গত ২৯ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে আপনাদের **"দৈনিক প্রথম আলো"** পত্রিকার ষষ্ঠ পাতায় **"ওয়াসার 'অনলাইন' এমডি"** শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি ঢাকা ওয়াসার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এ বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার বক্তব্য নিম্নরূপঃ
প্রকাশিত সংবাদটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত, ওয়াসার আইনসম্মত ভাল কাজকে নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ণ করে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস। প্রতিবেদকের উচিৎ ছিল এরুপ সংবাদ পরিবেশনের আগে ওয়াসা আইন ও বিধিবিধান যথাযথভাবে যাচাই করে নেয়া।
প্রথমতঃ বহিঃ বাংলাদেশ গমনের জন্য জিও (গর্ভমেন্ট অর্ডার) ইস্যু করা হয়। সুতরাং জিও এবং অফিস আদেশ এক না। দুটির অর্থ ও কার্যক্রম ভিন্ন। জিও ইস্যু করে সরকার আর অফিস আদেশ জারী করে সংশ্লিষ্ট সংস্থা। তবে তা কখনোই সংঘর্ষিক নয়, বরং কাজের সাথে সমন্বয় করার জন্য একটি অন্যটির পরিপূরক। ঢাকা ওয়াসা এ্যাক্ট-১৯৯৬ মোতাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক বোর্ড কর্তৃক সরকারের অনুমোদনক্রমে নিযুক্ত একজন সার্বক্ষনিক কর্মকর্তা ও প্রধান নির্বাহী। তাঁর চাকুরী ওয়াসা আইন-১৯৯৬ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কর্তৃপক্ষের কার্য সম্পাদনের জন্য তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে এবং কর্তৃপক্ষের যাবতীয় কাজকর্ম দক্ষতা ও শৃংখলার সাথে সম্পাদনের জন্য তিনিই দায়ী থাকবেন। তাঁর দায়িত্ব পালন, সুযোগ সুবিধা এবং চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলী বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হবে। সুতরাং সরকারি চাকুরির বিধিবিধান উনার জন্য প্রযোজ্য নহে।ঢাকা ওয়াসা বোর্ড ওয়াসা আইনের দেয়া বিধিবিধান অনুসরন করেই তাঁকে যাত্রার তারিখ হতে ৩ (তিন) মাসের বহিঃ বাংলাদেশ (যুক্তরাষ্ট্র) অবস্থান এবং Telework from Home এর অনুমতি প্রদান করেছেন। তাঁর এই বহিঃ বাংলাদেশ অবস্থানের বিষয়টি সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং তিনি যুক্তরাষ্ট্র গমন করেছেন।এখানে নিয়ম বা আইনের কোন ব্যত্যয় ঘটে নাই। ওয়াসা আইনের ২৮(১০) ধারামতে লিখিত আদেশ দ্বারা তিনি তৎকর্তৃক আরেপিত শর্তে প্রত্যেক উইং প্রধানের স্ব স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে কি করবেন তা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ঢাকা ওয়াসা ইতোমধ্যে ডিজিটাল ওয়াসায় রুপান্তরিত হয়েছে। বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কারণে ই-নথি, ই-মিটিং সবই এখন ভার্চুয়ালি করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বর্তমানে সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত/প্রাইভেটসহ বেশিরভাগ সংস্থায় দাপ্তরিক/প্রশাসনিক কার্যক্রম অনলাইনে হচ্ছে। পানি সরবরাহের যাবতীয় কাজ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) এর মাধ্যমে করা হয়। করোনাকালীন বিগত এক বছর ঢাকা ওয়াসা পানি সরবরাহের যাবতীয় কাজ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনলাইন নির্দেশনায় সুচারুভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে। নীতি নির্ধারনী বিষয়ে ডিজিটাল প্লাটফর্মে ব্যস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ করার নির্দেশনা দেয়া আছে।

০১/৫/২০২১

ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় যথাযথভাবে তথা ওয়াসা বোর্ড, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়েই যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন এবং অফিসের কাজ ভার্চুয়ালি পরিচালনা করছেন। এক্ষেত্রে নিয়ম বা আইনের কোনো ব্যত্যয় তিনি ঘটাননি। ঢাকা ওয়াসাকে সুচারুরুপে পরিচালনার জন্য নিজস্ব দায়িত্ববোধ থেকে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের এই নিরলস উদ্যোগকে নেতিবাচক হিসেবে প্রকাশ করে প্রতিবেদক জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টা করেছেন, যা খুবই দুঃখজনক। প্রতিবেদনে উনার নিয়োগ বিষয়ে নানা অনিয়ম নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন-যা অকাট্য মিথ্যা। ঢাকা ওয়াসা তাৎক্ষণিক এরুপ সংবাদের প্রতিবাদলিপি পাঠিয়েছে যদিও আপনারা তা প্রকাশ করেন নাই।

পরিশেষে, প্রতিবেদনটি সম্পর্কে ঢাকা ওয়াসার প্রতিবাদ বক্তব্যটি আপনাদের **"দৈনিক প্রথম আলো"** পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় হুবহু একই কলামে প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হ'ল।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষে

০২/৫/২০২১

এ. এম. মোস্তফা তারেক
উপ-প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা
ঢাকা ওয়াসা।